Semester-2(H) Paper-cc4 , চন্ডীমঙ্গল, No. of Class Notes-2

Bhattar College

১. ফুল্লরা চরিত্রঃ(চণ্ডীকে ফুল্লরার প্রশ্ন, চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ, ফুল্লরার বারোমাস্যা।)

সমগ্র বাংলা মঙ্গলকব্যের ইতিহাসে ‘প্রথম প্রতিবাদী বুদ্ধিনির্ভর’ শুধু নয়, প্রত্যুৎপন্নমতির ‘লৌকিক নারী চরিত্র ফুল্লরা’। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পঞ্চভূত’ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘নরনারী’ প্রবন্ধে লিখছেন,

> “কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নাড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একয়াট বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোন কাজের নহে।”

এই সক্রিয় নারী চরিত্র চণ্ডীমঙ্গলে’ আখেটি খণ্ডের নায়িকা ফুল্লরা, নায়ক কালকেতুর ধর্মপত্নী, কালকেতুর তার সঙ্গে সাদৃশ্য হাঁড়ির মতো সরা’ সেবাপরায়ণা এবং স্বামী প্রাণা। সে সহজ সরল গৃহবধু। রাণী হওয়ার পরও তার সেই সরলতায় টান পড়েনি।

চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয় চরিত্রের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারর এবং ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী অঘটন-ঘটন পটীয়সী। তিনি কালকেতু ও ফুল্লরার সংসারে গোধিকারূপে এসেছেন ছদ্মবেশে। সেই ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার প্রশ্ন, ব্যবহার, মানসিক অবস্থান থেকে ফুল্লরা ও চন্ডী চরিত্র এবং তাদের মনস্তত্ত্ব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে- আলোচ্য অংশগুলিতে। কবি মুকুন্দ অসাধারণ পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্যবশত চরিত্র দুটিকে বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী রূপে চিত্রিত করেছেন।

‘চণ্ডীকে ফুল্লরার প্রশ্ন’ অংশে অপরিচিতা রমনীকে দেখার পর, ছদ্মবেশিনী চন্ডীর প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে ফুল্লরা চন্ডীকে প্রশ্ন করে-

“এ নব যৌবনে ছাড়িয়ে ভবনে
কেন আইলে পরবাসা”

ফুল্লরা বলে চণ্ডীর রূপের সীমা নেই। রম্ভা, তিলোত্তমা, সাবিত্রী কিম্বা ইন্দ্রাণী সকলেই রূপে তাঁর কাছে পরাজিতা। তবুও তিনি কেন পতি ছেড়ে একাকী এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তা ফুল্লরার বোধগম্য হয় না। এমনকি, ফুল্লরার এও মনে হয় শাশুড়ি ননদ কেউ কি তার মন্দ করেছে যে, তিনি এভাবেই পথে বেরিয়েছেন। চণ্ডী তখন দ্ব্যর্থক ভাষায় আত্মপরিচয় দান করে বললেনঃ

“কি আর জিজ্ঞাসা করো
আইনু তোমার ঘর বীরের দেখিতে নারি দুঃখ
দিয়া আপনার ধন তুষিবে বীরের মন
আজি হইতে পারে বড় সুখ।”

-এরপর চণ্ডী তাঁর পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন স্বামী তাঁর বিষ কণ্ঠ। পঞ্চমুখে তাঁকে গালি দেন। সতীনের যন্ত্রণায় শরীরে রঙ তাঁর কালো হয়ে গেলো তাই ঘর ছেড়েছেন। তিনি ফুল্লরা যা চায় -তা দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন। একথা শুনে ফুল্লরা নানাভাবে চণ্ডীকে স্বামীর সংসারের গুরুত্ব সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন। আর শুধু সতীনের যন্ত্রণায় নিজ অধিকার পরিত্যাগ করে আসার অর্থ খুঁজে পায় না ফুল্লরা-

“সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিরে তারে/ আভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে কৈল বিষপান আপনি ত্যাজিবে প্রাণ / সতিনের কিবা হবে হানি।।”

একথা বলার পরও চণ্ডী নিরুত্তর থাকায় ফুল্লরার মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় ফুল্লরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জোড় হাতে পুনরায় চন্ডীকে উচ্চকণ্ঠে বলে :

" কুবুদ্ধি লাগিলে তোকে ঠেকিল বিষম পাকে
কি কারণে আইলে তুমি হেথা।।"

চণ্ডী মৃদু হেসে উত্তর দিলেনঃ

"ফুল্লরা সুন্দরি শুন ফুল্লরা সুন্দরি।
আইনু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।।"

চণ্ডী ফুল্লরার মনোভাব বুঝে ফুল্লরাকে জানায়ঃ

"কুলের নন্দিনী।
আপনার ভালোমন্দ আপনি সে জানি।"

তারপর ফুল্লরার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেবার জন্য স্পষ্ট ভাবে তার নিজের অবস্থান ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানিয়ে দিতে চেয়ে বলেছেন- "আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজগুণে"- এটা ঘটনা সত্য কিনা তা সে যেন কালকেতুকে জিজ্ঞাসা করে এবং যদি বীর কালকেতু তা অস্বীকার করে তবে তিনি স্থানান্তরে চলে যাবেন।

সহজ সরলা নারী ব্যাধ রমণী ফুল্লরা। ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর কৌশল বা অভিপ্রায় কোনটাই উপলব্ধি করার বুদ্ধি ও মানসিকতা কোনটাই ছিল না। তাই এই সুন্দরী রমণীকে তার স্বামী নিয়ে এসেছে এই কথা শুনলেই সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই ফুল্লরা রমণীকে তার স্বামী নিয়ে এসেছে এই কথা শুনলেই সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই ফুল্লরা তার বারোমাসের দুঃখ বর্ণনা দিয়ে সুন্দরী নারীকে বিতাড়িত করতে চেয়েছেন। ফুল্লরা চরিত্র নির্মাণে কবি কঙ্কণের অসাধরণ মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতার পরিচয় মেলে – যার জন্য ফুল্লরা চরিত্র হয়ে উঠেছে জীবন্ত ।